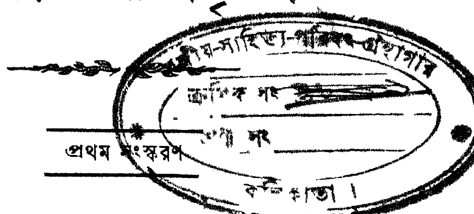
সিদ্ধান্ত-গীতামৃত।



প্রথম সংস্করণ

পণ্ডিত ৺ কৃপাময় সিদ্ধান্তবাগীশ

বিরচিত।



প্রকাশক

শ্রীসত্যময় ভট্টাচার্য্য

পোতাজিয়া, (পাবনা)

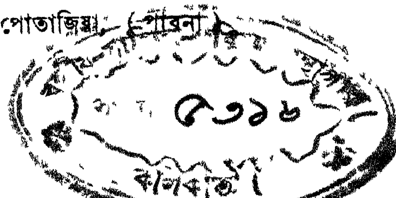
সন ১৩২২ সাল

মূল্য ৵১০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীসত্যময় ভট্টাচার্য্য

পোতাজিয়া, (পাবনা)



সাথী প্রেস
২১।১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা
শ্রীহেমচন্দ্র রায়কর্ত্তৃক মুদ্রিত।





কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি

পাবনা জেলার অন্তর্গত

বাউত্তারা নিবাসী বিদ্যোৎসাহী জমিদার

শ্রীযুক্ত বাবু সুরথলাল চৌধুরী

মহাশয়ের করকমলে

অর্পণ করিলাম।

শ্রীসত্যময় দেবশর্ম্মা।

প্রকাশকের নিবেদন

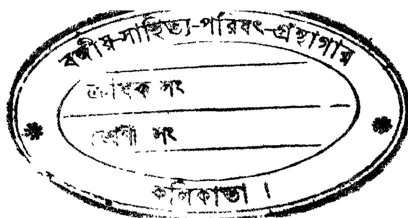
কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে রাউতারা গ্রাম নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু সুরথলাল চৌধুরী মহাশয় মদীয় পিতৃদেবের রচিত সঙ্গীতগুলি সঙ্কলনে উৎসাহিত ও মুদ্রণব্যয় দানে বাধিত করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। বিগত ১৩১২ সালে পোতাজিয়া গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় পিতৃদেবের রচিত সঙ্গীত এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলী ভস্মীভূত হয়। কতিপয় বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে সঙ্গীত যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। গ্রন্থাবলী ছাপা না থাকায়, তাহার কোন নিদর্শন অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। যে সমস্ত গানের পূর্ব্বে রাগ-রাগিণী ও তাল লিখিত হয় নাই ও যে সমস্ত গান অসম্পূর্ণ আছে, তাহা অন্যের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, কাজেই যে ভাবে অন্যের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তদনুরূপই মুদ্রিত হইল। উক্ত গানের পদ পূরণ করা ও রাগ-রাগিণী এবং তাল ঠিক

করিয়া মুদ্রিত করা আমার ন্যায় ব্যক্তির সাধ্যাতীত। পোতাজিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় অনেক ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

পরিশেষে সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট নিবেদন, যদি এই সঙ্গীতগুলি পাঠে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ চিত্ত-বিনোদন হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ বোধ করিব। কিমধিকমিতি।

শ্রীসত্যময় ভট্টাচার্য্য।





ভূমিকা



পণ্ডিত কৃপাময় সিদ্ধান্তবাগীশ

পাবনা জেলার অন্তঃপাতী সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন হরিণাবাগবাটী নামক পল্লীতে কাওয়াখোলার ভট্টাচার্য্যবংশে ১২৪৩ বঙ্গাব্দে মাঘ মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য। কাওয়াখোলার ভট্টাচার্য্য-বংশের অধিকাংশ ব্যক্তিই উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। ইঁহার খুল্লতাত রমাপতি তর্কভূষণ কাশীমবাজারের মহারাজার, এই বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়বাগীশ দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার রায় সাহেবের এবং হরনাথ চূড়ামণি দিনাজপুরের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। যে হরিণাবাগবাটীতে কৃপাময় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গ্রামেই উক্ত ভট্টাচার্য্য বংশীয় তাঁহার পিতৃব্য যদুনাথ ন্যায়রত্ন পাবনা জিলার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। ঐ গ্রামের জনার্দ্দন স্মৃতিরত্নাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃপাময় শিশুকালে কিছুদিন বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া উক্ত যদুনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন। পরে ভাঙ্গাবাড়ী নামক স্থানের সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করত সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি প্রাপ্ত হন।

পাবনা জেলার অন্তঃপাতী সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীন পোতাজিয়া গ্রাম নিবাসী ৺দ্বারকানাথ অধিকারী মহাশয়ের কন্যার সহিত ইঁহার শুভপরিণয় সংঘটিত হয়। উক্ত অধিকারী মহাশয়ের পুত্র ছিল না। সুতরাং একমাত্র কন্যার পুত্রগণই তাঁহার সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী; সেই সূত্রে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পোতাজিয়াস্থ তাঁহার শ্বশুরালয়ে বাস করিতেন। তিনি অতিশয় কৌতুক ও ব্যঙ্গপ্রিয় ছিলেন। প্রথমা পত্নীর বিয়োগে তিনি দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন ব্যাকরণ পড়িবার পর দ্বারবঙ্গের মহারাজের চতুষ্পাঠী হইতে বেদান্তবাগীশ উপাধি প্রাপ্ত হন। পোতাজিয়া গ্রামের সাধারণের হিতকর কার্য্যে উৎসাহী ও নিরত, সঙ্গীতশাস্ত্রে সুদক্ষ নীলরতন রায় মহাশয়ের সহিত

ইঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। রায় মহাশয়ের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া তিনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সুললিত, সদ্ভাবপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। নীল রতন রায় মহাশয়ের রচিত যাত্রা গানের সহিত তাঁহার রচিত গীতাবলী গীত হইত। তিনি স্বয়ংও তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীতালাপে সুপটু ছিলেন। নীলরতন রায়মহাশয়ের প্রণীত "হরিশ্চন্দ্র,": "মেঘনাদ বধ," "সীতার বনবাস" ও "প্রভাস" প্রভৃতি গীতিনাট্য গ্রন্থের অনেক গান ইঁহারই রচিত।

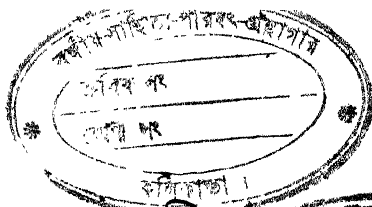
গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে ইনি কাহারও স্নেহ, কাহারও ভক্তি, কাহারও বা প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। স্থূল কথা কোন না কোন প্রকারে গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন। ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ স্ববশে থাকিতেই জ্বর রোগে ১৩১৭ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক মাসে ৭৩ বৎসর ৯ মাস বয়সে তিনি এই মরভূমি পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে গমন করেন।

রাউতারা
অক্ষয় তৃতীয়া
১৩২২ বঙ্গাব্দ।



শ্রীত্রৈলোক্যনাথ কুণ্ডু।

সূচীপত্র



সিদ্ধান্ত গীতামৃত





(১)

আড়ানা—চৌতাল

বাঁকে বেহারী।
মুকুন্দ মুরারি।
মনোমোহন, বনওয়ারী,
খেলত হোরি।

(২)

আড়ানা—সুরফাক্

বাজত বীণা মধুর মৃদঙ্গ।
নাচত সখী সব, গাওয়ত হোরি,—
মাঝে কানাই ফাগু খেলত রঙ্গ।

(৩)

বসন্তবাহার—ঢিমা তেতালা

মধুকর মৃদঙ্গ বাজিল সই,
সাজিল রণে সেনাপতি,
সামন্ত মধু ঋতু-বসন্ত আগমনে বনে বনে।
কুঞ্জে কুঞ্জে পিক পুঞ্জে পুঞ্জে কুহু,
সুরব করিছে কত গৌরবে মুহুর্মুহু !
উহু যায়, প্রাণ যায়, মরি হায়,
বলি কাঁদিছে বিরহীগণে।

(৪)

সিন্ধু—যৎ (ফেরতা)

কি শোভা আজু ব্রজে মধুর বসন্তে !
খেলে পিয়া সহ রাধাকান্তে।
হোরি-রস-রুচির-অঙ্গে, মাতি সব প্রেম তরঙ্গে,
ফাগু দেওয়ত পিয়াকো অঙ্গ ব্রজবালা,
লাল ভেই নন্দলালা;
লাল লাল সব লাল হিল্লোলে;
লাল লাল শুক পিক একান্তে।

(৫)

বসন্তবাহার—(যৎ)

কি আনন্দে নন্দ-নন্দন খেলে হোরি!
(কিবা) জগজন-রঞ্জন আহা মরি মরি।
চৌদিকে ঘেরি' সব আহিরী-কুমারী,
ত্রিভঙ্গে মারিছে রঙ্গে ফাগু পিচকারী।
বামেতে শোভিছে রাইকিশোরী।
নবঘন মাঝে যেন খেলে বিজরী॥

(৬)

ছায়ানট—তেতালা

আজু ত্রিভঙ্গে, সব সখি সঙ্গে,
রঙ্গে ভঙ্গে, খেলিছেন হরি।
কি সুখ বিভুঙ্গে, প্রমোদ নিকুঞ্জে,
গুঞ্জে গুঞ্জে, ভ্রমরা-ভ্রমরী॥
হেরি সুখ সারি, যত শুক সারি,
বলি বলিহারি দেয় ধিক্কারি,
আমরি মরি, নারীর সহ হরি,
হারলে নাগর খেলাতে হোরি॥

(৭)

খাম্বাজ—তেতালা

খেলাতে হোরি হারিলে হারুয়া নাগর।
প্রতি ঘরে ঘরে সবে বলিবে নিরন্তর॥
এত নহে রতি চুরি, ভাঙ্গিব হে সে চাতুরী,
খেলাতে হারিলে হরি, কেড়ে ল'ব পীতাম্বর॥

(৮)

ভৈরবী—কাহার্ব্বা

(হা! হা!) হারিলে হরি তুমি হোরি খেলিতে।
ছি! ছি! ছি! মরি মরি মরি লাজেতে॥
হ'য়ে ত্রিভঙ্গ দেখালে রঙ্গ,
(কেবল) অনঙ্গমোহন রতি চুরিতে॥

(৯)

বসন্তবাহার—ঢিমা তেতালা

তোম্ তানা নানা নানা ক্রেধেন্না দানি।
(বাজে) ধাকেটে কেটে ধুম্ ধুমা কেটে ধেন্না,
ধা ধা ধেন্না ধা ধা ধেন্না,
ধা ত্রেকেটেতাক্ নাক্ তেরেকেটে
তাক্ থুন্না থুন্না দানি॥

কোই সখি গাওয়ে বাজওয়ে মৃদঙ্গ,
কোই কোই দেখত হরিকা রঙ্গ,
কোই কোই নাচত থুন্না থুন্না দানি ॥

(১০)

ভৈরব—যৎ

হোরি-রণে জয়ী হ'ল আজি বৃষভানু রাজকুমারী।
পরাজয় শ্যাম নবঘন হইয়ে ঘন ঘন
ডাকে কোথা সখাগণ, রক্ষাকারী ॥
হোরি-রণ ভঙ্গ করি, পলাইতে চায় হরি,
চৌদিকে সখি বেড়ি, পথ নাহি পায় ;—
হেরি হরি নিরুপায়, কমলমুখ শুকায়,
রাই মুখপানে চায়, যদি বাঁচায় প্যারী ॥

(১১)

বসন্তবাহার—(যৎ)

ফাগুয়া মারত রাই শ্যাম অঙ্গে,
শ্যাম হি খেলত রাইকা সঙ্গে,
দুঁহুজন মাতাল সমর তরঙ্গে।
দেখত সখি সব কৌতুক রঙ্গে ॥

কই সখি বাওয়ত কই সখি গাওয়ে
কই সখি নাচত অঙ্গ কি ভঙ্গে ॥
চারিদিকে ঘেরত আহিরিণী বালা,
জিতল রাই পরাভব কালা ;
হাসত সব করতাল প্রসঙ্গে,
ফুকরত রাধে জয় দ্বিজকুল সঙ্গে ॥

(১২)

কাফি—যৎ

রাজ রাজেশ্বর চলে খেলেনে হোরি ।
আবির গোলাল রঙ্গে পিচকারী ভরি' ॥
শ্যামকো ভেটেনে বনমে সব ব্রজনারী,
আগুসারি রহে যৌবন পসারি ॥
মদনমোহন গিরিবরধারী
পাহু কি মাঝ মিলল অভিসারী ॥

(১৩)

ইমন কল্যাণ—চৌতাল

অম্বে, অম্বালিকে, গিরীন্দ্রবালিকে,
সুরেন্দ্র পালিকে, শিবে, শম্ভুদারা ।

মহিষমর্দ্দিনী, উমে, কপর্দ্দিনী,
বলিবর্দ্দিনী, দীনদুঃখহরা ॥
ত্রিগুণধারিণী, ত্রিতাপহারিণী,
ত্রিজন-সৃজন-স্থিতি-সংহারিণী,
ত্রিভুবন-জন-জনকজননী,
কৃপাময়ে কৃপা করগো তারা ॥

(১৪)

ইমন কাওয়ালী

কেন ভুলে র'লি গেল দিন। (সে তারাপদ)
যে ভাবে সে তারাপদ, তারা হরেন তারাপদ,
তারাপদ পায় যারা দীন (ভাবিলে পদ) ॥
ভ্রান্তে ভাবিলি নারে ভবানীর শ্রীচরণ,
কি ভেবে আইলি ভবে, ভাবিলি কি অকারণ,
ভুলেছ কি বিবরণ, ধরিবে যবে শমন,
কি জব দিবিরে সেইদিন? (সে তারাপদ)
কৃপাময় বলে মূঢ় মন তোমারে বলি,
কে তোরে দিয়েছে বল, হেন বলে কেবা বলী,
কার বলে হয়ে বলী, কালী বোল না বলিলি,
কে তোরে বাঁচাবে কতদিন ॥ (সে তারাপদ)

(১৫)

ইমন কাওয়ালী

(ধন) কার জন্য কর উপার্জ্জন (রে কে আপন) ?
(মিছে) আমার আমার বলি,
নিত্যধনে হারাইলি,
হলি স্থূলে ভুলে মূলে সমাপন ॥ (রে কে আপন)
অনিত্য বিষয়ে ম'জে ভাবিলি না কালীপদ,
জান না কি আছে তোমার চরমে পরমাপদ,
চিরদিন না রবে তব, এ ভব সুখ-সম্পদ,
বৃথা কাজে কর কালযাপন ॥ (রে কে আপন)
ভ্রমে না ভাবিলি একবার পতিতপাবনীরে,
ভেবেছ কি চিরদিন যাবে মন এমনি রে ?
সে আশা বিফল, কেবল এ ভব-পাপ-নীরে,
কৃপাময়ে দিলি বিসর্জ্জন ॥ (রে কে আপন)

(১৬)

ঝিঁঝিট—একতালা

ভজরে মন শ্রীহরি চরণ, হরি হরি বল রসনে।
কর কর হরি চরণ সেবন, মতি রহ পীতবসনে ॥

পিয়াসা পূরিয়ে নয়ন যুগল,
নিরখহ হরি চরণ কমল,
হও নিযুক্ত শ্রবণ যুগল, হরিগুণ গান শ্রবণে॥
ধর ধর ওহে হৃদয় সরোজে,
বিকশিত হয়ে হরি পদরজে,
কৃপাময় পায় না যেন যম-যাতনা চরম দিনে॥

(১৭)

ইমন কাওয়ালী

কিরূপেতে বল মা ভবপারে যাই।
গতি আর সঙ্গতি নাই॥
তুমি মাতঃ সর্ব্বশক্তি,
ভরসা, বল, মা যুক্তি,
অকূল সাগরে মুক্তি কিসে পাই॥
একে জীর্ণতরী তাহে নব ছিদ্র তায়,
কেমনে তরি, শঙ্করি, বল কি করি উপায়,
(এই) আতঙ্ক-তরঙ্গে শেষে মগ্নপ্রায়
ভেবে চিন্তে হয়েছি মা নিরুপায়;
কৃপাময় কয় তটে যেতে,
সুগম নাই সে দুর্গম পথে,
যে পথে সতত যাতায়াত নাই॥

(১৮)

ইমন গৌরী—কাওয়ালী

আমি আর কার হব শরণাগত।
এমন দয়াল কে আছে আর (হরি) তোমার মত.
সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যজি হ'লেম তোমারি পদাশ্রিত ॥
বকী স্তনে বিষ মাখি, পান করালে ক্রোড়ে রাখি,
সে অসতী পায় সতীর গতি,
কি তোমার দয়া অদ্ভুত ॥
শুন বাণী চক্রপাণি, গজেন্দ্র মোক্ষণে জানি,
গজে বাঁচাইতে তুমি করেছিলে নক্রে হত ॥
আর জানি বৃন্দাবনে, কালীয়ের বিষপানে,
মৃত সব রাখালগণে বাঁচাইলে দিয়ে অমৃত ॥
রাখিতে গোপ গোপীগণে, ধরিলে করে গোবর্দ্ধনে,
স্থান দাও অভয় চরণে কৃপাময় আর ভার কত ॥

(১৯)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়া

কে করিবে আমায় পার। (হরি হে)
দেখি সম্মুখে অতি ভয়ঙ্কর ভবাব্ধি অপার ॥

তাহে আছে ছয়টি ভীষণ নক্র গ্রাসিতে কত চক্র,
(এখনা চক্রপাণি তোমার চক্র বিনে নাই নিস্তার ॥
ত্রিতাপ বাড়বানলে, সদা হুহু হুহু জ্বলে,
স্নিগ্ধ হয় না প্রাণ জলে জ্বলে অনিবার ॥
কৃপাময় কয় রত্নাকরে, আছে রত্ন কে যত্ন করে,
প্রেম ভক্তি ভাবাকারে উদ্ধারে উদ্ধার ॥

(২০)

ঝিঁঝিট—একতালা

জয় জয় ব্রজরাজ রাজ-নন্দগোপ নন্দন।
জয় জয় জগদীশ ঈশ গোপীজন বন্দন ॥
পাতকীজন তারণ, গিরি গোবর্দ্ধন-ধারণ,
কেশীদমন পুতনাঘাতন মাধব মধুমর্দ্দন ॥
রাধারমণ কালীয়দমন মুরলীবদন শ্রীমধুসূদন,
শরণাগতজন-রক্ষণ, জয় গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥
দর-বিকসিত ললিত-হসন,কলিত কটিক পীতবসন,
কল্পিত কৃপাময় হৃদাসন জয় হরে জনার্দ্দন ॥

(২১)

ভৈরব মিশ্রিত ভৈরবী—কাওয়ালী

আমায় ভাবিতে দিলে না ভবানীরে।
মুখে না সরে বাণীরে, সদা বিষয়াশীবিষ-বিষে
ভাসি আঁখি নীরে ॥
অশিবনাশিনী কবে অশিব নাশিবে,
কৃপাময় কবে মাগো হাসিবে হাসিবে ;
কবে দয়া প্রকাশিবে, এ দেহ ভাসিবে,
শিব সিমন্তিনী মা তোর নিরমল নীরে ॥

(২২)

বিপিন মাঝে বাঁশরী বাজায় কে এমন।
মধুর মধুর রবে হরে নিল প্রাণমন ॥
এমন বাঁশরী যার, কেমন বা রূপ তার,
চল সখি দেখে আসি সেই পুরুষ রতন ॥
কৃপাময় কয়, যাস্‌নে রাধে,
সাধে সাধে রূপের ফাঁদে,
পড়িস্ যদি কেঁদে কেঁদে হারাবি জীবন ॥

(২৩)

তাল কাওয়ালী—গৌরী

মুখরিত-নূপুর-রঞ্জিত-পদযুগ
দমিত দনুজ ভূভারে।
ধূলি-ধূসরিত, শ্যাম কলেবর,
শোভিত গজমতি হারে॥
অতি বড় সুন্দর অধর সুধাধর
মদন দরপ সংহারে।
আলয় আগত সময় সমাগত
বিরত হি গোষ্ঠবিহারে॥
চল চল শব্দিত, অতিশয় দরপিত,
টলমল ভূমি পদভরে।
সহ গোপবালক নন্দ গোপালক,
কৃপাময় প্রদোষে নেহারে॥

(২৪)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

নাই মা শঙ্করী আমার শঙ্কর
ভোলার কোন দোষ।

নানা উপচারে নাই তার তুষ্টি
কেবল বেলের পাতায় সে সন্তোষ ॥
ভাং ধুতুরায় যে মত্তভাব,
সে শীতপ্রধান দেশের স্বভাব,
মদ্য মাংস একের অভাব
থাকিলেই হয় সে সিদ্ধির বশ ॥
হিমালয়ের উত্তরে বাস,
তাতে আবার নাই পরা বাস,
অন্নপূর্ণার সহবাসে (তার) অন্নাভাবে উপবাস ॥
সদানন্দের সদানন্দ-
নন্দনের নামে আনন্দ,
হরেকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ কৃপাময় এই নামের দাস ॥

(২৫)

ভৈরবী—একতালা

শিবশঙ্কর কি গুণে নাম ধর
বিষধর ধর গলে।
ত্রিগুণ অতীত তমোগুণান্বিত
বিখ্যাত সর্ব্ব স্থলে ॥

হয়ে বিশ্বেশ্বর বিশ্বভার হর
পাল না বিশ্বমণ্ডলে।
হয়ে নাথ ভূতে পার না দলিতে
পঞ্চভূতে আমায় দলে ॥
নিজে তুমি স্থাণু কপালে কৃশানু
ধক্ ধক্ সদা জ্বলে।
ভক্তে পদছায়া দিবে কি হে দয়াময়
কৃপাময় বলে ॥

(২৬)

বিভাষ—একতালা

দিন গত দীন আর কত দিন
থাক্‌বে বল আশার আশে।
হ'ল না তোর দয়া ওমা মহামায়া,
(কেবল) ভুলালি মা আমায় মায়াবশে ॥
'আয় চাঁদ ও তোর কপালে দি বলে,'
মা যেমন ভুলায় শিশু লয়ে কোলে,
(তেমনি) ভুলালি অভয়ে বিষয় দেখিয়ে,
(কাজ ত ভাল কর্‌লি না মা)
রাখবি না কি পায়ে কৃপাময়ে শেষে ॥

(২৭)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি

রাম চরণ-পঙ্কজে মজ মম মন।
ভৃঙ্গ কুসঙ্গ আসঙ্গ ত্যজি এখন॥
সদা রামগুণ গুন্ গুন্ রবে,
গাও না গাও কদা আন রবে,
সংসার মধুহীন কেতকী সৌরভে,
ভুল না ভুল না মজ না কদাচন॥
সদা কাল কাল করাল গ্রাসে,
আসে পাশে নাশিতে আসে,
কৃপাময় দাস কৃপাময় ভাষে,
শ্বাসে শ্বাসে কর নাম উচ্চারণ॥

(২৮)

ভৈরবী—একতাল।

হর হে দুঃখ দুঃখহর শঙ্কর শঙ্কর দীনে।
বিপদ হর হর তব আপদ-হর পদ দানে॥
চিন্তানলে সদা দহিছে হৃদয়,
চিন্তামণি হর চিন্তা সমুদয়,

অচিন্ত স্বরূপ ওহে বিশ্বরূপ
বিরূপাক্ষ আঁমায় তার নিজগুণে ॥
কৃপাময়ে কৃপাময় (আর) কতদিন,
রাখিবে এ ভাবে ভবে ভবাধীন,
(আমার) জনমে না হ'ল অভাব বিহীন,
কিন্তু অন্তে আমায় রেখ হে চরণে ॥

(২৯)

ভৈরবী—আড়া

জিভ্ লোলিয়ে চোক রাঙ্গিয়ে
ভয় দেখাতে চাস্ মা কাকে।
অন্য অঙ্গ দেখে না মা
জানিস্ না কি ভক্ত লোকে ॥
বাঘীর ছেলে বাঘীর কোলে,
পরম কুতূহলে খেলে,
সিংহীর শিশু সিংহীর কোলে,
তারা কি ভয় করে থাকে ॥
কৃপাময় সার জেনে বলে,
ভক্তের দৃষ্টি চরণ তলে,

শশি রাশি যাতে খেলে
তা তোমার মা কিসে ঢাকে ॥

(৩০)

বেহাগ

পতিতপাবনী গঙ্গে সবে তোমায় কবে ক'বে ।
আমা হেন পতিতেরে তরাবে মা যবে ভবে ॥
পিতার আমার নাই কোন গুণ,
সদা তাঁর কপালে আগুন,
তা হতে মা আরো আগুন
বল্‌তে আগুন দ্বিগুণ জ্বলে ;
কৃপাময়ের অন্তকালে,
তুই যদি মা করিস্ কোলে,
মা হ'তে বিমাতা ভাল,
জগতে ঘোষণা রবে ॥

(৩১)

বেহাগ

ধনি সাজল অভিসারে ।
শ্যাম নাগর বিহরে ॥

রঙ্গিনী সম সঙ্গিনী মাঝ,
সাজিছে কত মধুর সাজ,
চরণে নুপুর রুণু ঝুনু বাজ,
কণ্ঠ ভূষিত হারে ॥
চাঁদ ভরমে চকোর ধাওত
সরোজ ভ্রান্তে পাও মধুব্রত,
কৃপাময় চিত নিত নিত
ঐ রূপ নেহারে ॥

(৩২)

সুরট মল্লার—একতালা

শ্যাম শ্যামা কেবল ভিন্ন আকারে
কিবা ভিন্ন আকারে।
শ্যামা ধরে অসি শ্যামাধরে বাঁশী
অট্ট হাসি মৃদু হাসি যে অধরে ॥
(দেখ) বৃন্দাবনে শ্যাম অপ্রাকৃত কাম,
মদনোন্মাদিনী শ্যামা ধরে নাম,
যেভাবে যে ভাবে হবে পূর্ণকাম,
(কেবল) অভিন্ন র-কার ল-কার বীজাকারে ॥

কখন কৈলাসে কখন গোকুলে,
কভু দ্বারকায় মথুরা মণ্ডলে,
কখন বৈকুণ্ঠে কভু সাধুকণ্ঠে,
শিতিকণ্ঠ তাঁরে চিনিতে না পারে ॥
(দেখ) চৌষট্টি যোগিনী শ্যামার সঙ্গিনী,
শ্যামের চৌষট্টি রস তরঙ্গিনী,
দশ মহাবিদ্যা শ্যামা রণবন্দ্যা
শ্যামের দশ অবতার রে ;—
দশভুজাকারে শ্যামার এক মূর্ত্তি,
দশভুজে শ্যামের মদনগোপাল স্ফূর্ত্তি,
উভয়েরই মূল পূজা প্রেম ভক্তি,
(কেবল) প্রবর্ত্তে আপত্তি ভিন্ন ভিন্নাচারে।
কৃপাময় বলে যদি নয়ন মুদি,
হৃদাকাশে হেরি শ্যামল কৌমুদী,
চিনিতে না পারি পুরুষ কি প্রকৃতি,
স্থির গতি নাহি তার রে ;—
কভু হেরি মোহন চূড়া বামে হেলা,
গলায় দুলিছে বনফুলের মালা,
কভু গলে দোলে নরমুণ্ডমালা,
দংশিত দশনা রসনা সঞ্চারে ॥

(৩৩)

সুরট মল্লার—একতালা

দীনের দিন কি এমনি রবে।
ওহে দীনবন্ধু হরি দীনে কৃপা করি
দিন দিলে না ভবে ॥

(আমায়) দিনান্তে একবার করিতে শরণ,
দিলে না দীননাথ অকারণ,
আমার ভ্রমিতে গেল দিন বাসনা-কানন
বিষয় মধুর লোভে ॥

(আমার) গেল গেল দিন আইল শর্ব্বরী,
ঘিরিল সব দিক্, সবল সব অরি,
মায়া-অন্ধকারে অন্ধাকারে ঘুরি,
উপায় কি করি হরি ;—

তুমি যদি কৃপাময়ে রক্ষা কর,
জানিব হে কৃপাময় নাম ধর,
নতুবা কলঙ্ক ওহে গিরিধর
নামে তোমার হবে ॥

(৩৪)

ভৈরবী—একতালা

সেই বলে বুলি যা বলায় বলি,
যে নাচায় পুতলি কর্ম্মসূত্র ধরি।
দৃষ্টান্ত দর্শন পুতলি নর্ত্তন,
আপনি নাচি নাচায় করে ধরে ডুরি॥
আপনি হাসিয়ে জগত হাসায়,
আপনি কাঁদিয়ে জগত কাঁদায়,
আপনি নাচিয়ে জগত নাচায়,
মূর্খে দোষে রাসলীলা শুনি তারি॥
সেই করে কর্ম্ম জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম,
এ মর্ম্ম বুঝিতে কিছুতে না পারি,
কর্ম্মশক্তি ভুক্তি জ্ঞানশক্তি মুক্তি,
কেবল পরাভক্তি উভ ব্যাভিচারী॥
অজ্ঞানের বিজ্ঞান অত্যাশ্চর্য্যের জ্ঞান,
জ্ঞানবান্ হাসে দেখে বিমান যান,
বিশ্ব চরাচর যাঁহার বিজ্ঞান,
স্থূলে ভুলে মূলে না দেখে বিচারি॥
প্রাণাপান ব্যান আর উদান সমান,
প্রাণায়ামে পঞ্চ কররে সমান,

কৃপাময় বলে দেখবে অবহেলে,
বিজ্ঞানের বলে বিজ্ঞান মূল হরি ॥

(৩৫)

সুরট মল্লার—ঝাঁপতাল

ধন্যরে রমণী সাজে একা বামা রণে সাজে,
অগণ্য দানব মাঝে গণ্য নাহি করে কারে।
(বামার) কখন হেরি খর্ব্বাকৃতি প্রকৃতি
অতি সুন্দরী,
কখন হেরি দীর্ঘাকৃতি বিকৃতি জ্যোতিঃ লম্বোদরী,
কখনও হেরি মুক্তকেশে, ভালে শোভিতরাকেশে,
কখনও দ্বীপি-চর্ম্মবাসে, কখনও দিগ্‌বাস পরে ॥
কখনও চতুর্ভুজাকারে ঢাকিছে সব অন্ধকারে,
কখনও বামা দশকরে দশদিশি আলো করে,
কখনও ধায় শূন্যভরে, কখন ধরায় ছিন্ন শিরে,
কখনও হাসিতে অমিয় ক্ষরে
কখনও বিষম বিষ উগারে ॥
হবে কে বল অগ্রসর, ধরিবে শর সাধ্য কার,
চলগে ধরি চরণ, লইগে বামার পদে শরণ,
কৃপাময় বলে তার মরণ নাই
যে মায়ের পায়ে ধরে ॥

(৩৬)

সারঙ্গ—একতালা

ধনী রঙ্গিণী সম সঙ্গিনী সহ বিপিন মাঝে যায়রে।
মত্তগজ-গামিনী শ্যামরস পিয়াসে ধায় রে॥
সরসে তনু ঢর ঢর কিবা অতনু জ্বর গায় রে।
প্রেম আঁখি ছল ছলিত ইতি উতি না চায় রে॥
প্রখরতর রবির কিরণ মধ্যাহ্ন সময় রে।
ভানু-জাল-ভালে কাল ভানু তনুজা পায় রে॥
বলে কৃপাময়, বিরস হৃদয় সে যেন দেখিতে চায় রে।
মরুভূমে জল, বন্ধ্যাতরু ফল, কেবা কোথা
কবে পায় রে॥

(৩৭)

ভৈরবী—একতালা

সখিরে নবঘন বরণ সে সুচিকণ কালা।
(কেলি) কদম্বমূলে বসি করে কত ছলা॥
ত্রিভুবন জিনি মূরতি উজ্জ্বলা,
কর-পদ-নখরে তার সুধাকর মেলা॥
নয়ন সরসিরুহে চঞ্চরী চঞ্চলা,
মদনমাদন সহ করে কত খেলা॥

গলে দোলে সুললিত বনফুল মালা,
সেরূপ হেরে কবে যাবে কৃপাময় হৃদি জ্বালা ॥

(৩৮)

সুরট মল্লার—একতালা

(আজ) একি দেখি শ্যাম শ্যামারি বেশ।
গলে নাই বনমালা, হেরি মুণ্ডমালা,
করে বাঁশী ত্যজে অসি, সেজেছ বেশ ॥
কখন পুরুষ কখন প্রকৃতি,
বুঝিতে নারি হে তোমার প্রকৃতি,
কখন স্বকৃতি, কভু নিরাকৃতি,
কর অঘটন ঘটে ঘটনা নিবেশ ॥
খেলিতে যে ব্রজ বালকের সঙ্গে,
আজ দেখি খেলা প্রমথ প্রসঙ্গে,
(তোমার) নাই পদ্মাসন, করি যোগাসন,
দিয়েছে হৃদাসন ব্যোমকেশ ॥
পীতাম্বর ত্যজি অম্বর বাস,
জলজ নয়নে জ্বলিছে হুতাশ,
কদম্ব মূল ত্যজে শ্মশানে নিবাস,
শ্রীনিবাস একি চিত্র ;—

ছিল হে যে দেহে মৃগমদ বাস,
আজ কেন তাহে বহে শববাস,
দাস হৃদাকাশে স্বরূপ বিকাশ,
হও হে মুরারি দেব দেবেশ ॥
নাই মুখে তোমার সে মধুর হাসি,
যে হাসিতে ব্রজাঙ্গনা পদের দাসী,
সেই মুখে আজ দেখি বিকট হাসি,
একি কপট ছলিতে দাসে ;—
মণি মুক্তাদামে ছিল বাঁধা কেশ,
আজ হৃষীকেশ হেরি মুক্তকেশ,
কোন্ ভাবুক তোমায় সাজালে এ বেশ,
কৃপাময় ভাবে একি ভাবাবেশ ॥

(৩৯)

সুরট—একতালা

একজন বহুরূপী আমি।
অনাথের নাথ, ওহে জগন্নাথ,
রাজরাজেশ্বর এই ভবে তুমি ॥
বহুকাল তোমায় দেখাইলাম সাজ,
তুষ্ট কিংবা রুষ্ট শুন মহারাজ,

না পাই নিদর্শন, ওহে সুদর্শন,
দরশনাতীত অন্তর্য্যামী ॥
কতবার কত বেশ দেখাইলাম,
কোনবার পুরস্কার না পাইলাম,
এবার হয়ে থাক তুষ্ট, ওহে জগদীষ্ট,
(আমায়) পুরস্কারে তুষ্ট কর হে স্বামি ॥
(আমার) হবে না কি শেষ বহুরূপী সাজা,
কতবার সেজে পেলাম কত সাজা,
তুমি ত একজন বহুরূপীর রাজা,
দেখ না বিচার করে ;—
কখনও বা হও ভবকর্ণধার,
কখনও বা সাজ গুরু কর্ণধার,
কখনও বা ঋণ শোধিতে রাধার
গোলোক ত্যজে হও মর্ত্ত্যগামী ॥
এসে হরি এই তব দরবারে,
কত হাসি কাঁদি নাচি বারে বারে,
কখনও বা শিষ্ট, কভু দুষ্টাকারে,
কীট পতঙ্গ আদি করে ;—
সেজেছি হে এবার মানবের রূপ,
বহুরূপীর এই ত চরম স্বরূপ,

এ সাজে বিরূপ, যদি হও বিশ্বরূপ,
বল কৃপাময় আর সেজো না হে তুমি ॥

(৪০)

সুরট মল্লার—একতালা

কবে হব রে সে ধনে ধনী ।
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত ঊনবিংশতি লাঞ্ছিত,
গোপীকা সঞ্চিত পরশমণি ॥
যোগী যোগাসনে সদা অনশনে,
ভাবে ভবসুখে জলাঞ্জলি দানে,
সেই ভবারাধ্য ধনে, পাইব কেমনে,
ভাবনা এই মনে দিবস রজনী ॥
সে ধন পাবি কি না সেবাবলে,
কিসে বা মন সে বাসনা করিলে,
পাবি যদি যাবি সে ব্রজমণ্ডলে,
গোপীকা মণ্ডল মাঝে ;—
হাসিয়া হাসিয়া ঘেঁসিয়া বসিবি,
মেশামিশি ভাবে রসের কথা ক'বি,
তাতে যদি ভুলে, দেয় রে কপাট খুলে,
কৃপাময় বলে পাইবি তখনি ॥

(৪১)

সুরট মল্লার—ঠেঁস কাওয়ালী

গোকুলে গোকুলে সদা কাঁদে।
বিনা গোকুলেরি চাঁদে গোপালকুল
না চড়ে কেউ কারো কাঁধে ॥

দেখলাম হে শ্যাম সে রাধিকায়,
তব বিরহে শ্যামকায়,
শ্যামা সখি চিনিব কায়,
সবে শ্যামা শ্যামার সব ছাঁদে ॥

দেখে এলাম রাধারমণ,
নাই তেমন সে রাধার মন,
অবিকার করেছে মদন,
অধিক আর কি বল্‌ব পদারবিন্দে ॥

কৃপাময় বলে নীলকায়,
তব শোকে সব নীলকায়,
হ'ত ভাল যম নিলে কায়,
(সে ত) নিতে নারে তব নামের বাঁধে ॥

(৪২)

আলিয়া—একতালা

করিলি না যে ধন, দীনে বিতরণ
সে ধনে কি ফল বল গো জননি।
কৃপণেরি ধন অন্যেরি কারণ,
শাস্ত্রেরি লিখন এই ত জানি॥

তো হতে কৃপণ নাই অবনীতে,
ততোধিক কৃপণ তুই যার বনিতে,
প্রাণ যায় তবু ধন ত্যজে না বুক হতে,
দেখি নাই এমন আর কৃপণ কৃপণী॥

প্রসূতি যে সুতে বঞ্চনা করে,
এমন্ তো কখনও শুনি নাই সংসারে,
পুত্র সত্ত্বে পতি, ধনের অধিপতি,
এ যে নূতন বিধি বিধির অগোচর (মা)

জানি জানি ওগো ভিখারী রমণী,
ভিখারীর মণি হলে হয় এমনি,
তাইতে কৃপাময় বলে, নিতে হবে বলে,
ছলে কি কৌশলে সহ খনি মণি॥

(৪৭)

(আজ) এ বেশে কোথা যাও মা শঙ্করী।
(তোর) করে অসি ধরা, ঐ রূপ ভালবাসি তারা,
সে করে কেন মা মোহন বাঁশরী ॥

ভুলাইতে ব্রজগোপকুলবালা,
সেজেছ কি শ্যামা করে হেন ছলা,
আমার হৃদ্-শ্মশান ত্যজে মা কি যাবি কদমতলা
এ আবার কি খেলা মহাকালের সুন্দরী ॥

খেলিতে যে মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ রবে,
সঙ্গে করি শিবা ভৈরবী ভৈরবে,
এবে খেলা গোপী, ভুলা বাঁশী রবে,
এ খেলা ত নয় মা সে খেলার খেলা ;—

কৃপাময় বলে করি যোড়করে,
বিভিন্ন ভেব না কালী কালহরে,
নয়ন মুদে হের ঐ ত অন্তরে,
দিগম্বর পরে সেজে দিগম্বরী ॥

(৪৪)

সুরট মল্লার—একতালা

চিত্র কর মন !
কুচিত্র ত্যজিয়া সুচিত্রে মজিয়া
চিত্র কর চিত্র বিচিত্র ভবন ॥

চিত্রপটে মন কর চিত্রপট,
তাহে চিত্র কর বংশীবট যাবট,
গোকুল বৃন্দাবন, গিরি গোবর্দ্ধন,
মাঝে রাধা সহ শ্রীরাধারমণ ॥

যদি বল, বল একি বিপরীত,
যারে দেখি নাই তারে লিখিবার কিবা রীত,
কৃপাময় বলে, বিজ্ঞানের বলে
অসম্ভব হয় সম্ভবন ;—

মার্জ্জিত কর হে হৃদি কাঁচ অতি,
তাহাতে পড়িবে সে রূপের ভাতি,
কর শুদ্ধ মতি, সেই শুদ্ধ জ্যোতি,
বিশুদ্ধ গতিতে হেরিবে তখন ॥

(৪৫)

ইমন—কাওয়ালী

(নইলে) কেমনে তরিব ভব-জলধি
নাই তার অবধি, কূল-কুণ্ডলিনী কূল দাও যদি ॥
জীর্ণ হ'ল দেহ-তরি, দেহ তরি-শ্রীচরণ,
পরিয়ে বিপদে শ্রীপদে লইলাম শরণ,
সম্বল বল বিহীন, নাহি জানি সন্তরণ—
অকূল সাগরে পড়ি ভাসি নিরবধি ॥
বিষম সঙ্কটে পড়ি সঙ্কটহারিণী তারা—
ডাকিতেছি মুহুর্মুহু বলি আমায় তরা ত্বরা
কৃপাময় সঙ্গী যারা ক্রমে পলাইল তারা
কখন যেন মুদি তারা নয়ন নিধি ॥

(৪৬)

মুলতান—ঝাঁপতাল

হের হে ভূপ, অপরূপ সমরে একি সমুদিত।
নগ্নাসব পান মগ্না শবোপরি বিরাজিত ॥
নাই হে বামার কোন দোষ,
কিন্তু দেখি চতুর্দ্দোষ,
প্রদোষরূপিণী কিন্তু দোষে মানস দোষ যত ॥

মহারাজ (ও কে) চেন উহারে,
শোভিছে নর-শির-হারে,
লম্বিত রসনা বামার দশনে কিবা দংশিত ॥
দেখি নাই হেন শবাসনা,
যেন দৈত্যে বিনাশ বাসনা,
অসুর কর রসনা মায়ের কটিতটে সমাবৃত ॥
কে হেন নারী নারি চিন্‌তে,
চিন্তিলে যায় ভব চিন্তে,
কৃপাময় বলে পাবে চিন্‌তে
মাকে চিন্তে কর অবিরত ॥

(৪৭)

পূরবী—আড়া

পূজরে মন শ্যামা মায়ে এই পঞ্চ উপচারে।
নাই কোন ভেদাভেদ দিব্য বীর পশ্বাচারে ॥
ক্ষিতি গন্ধ আকাশ-ফুল,
বায়ু-ধূপ কি গুগ্‌গুল,
তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ কুল জল-নৈবেদ্য আকারে ॥

কালী প্রীতে কালী বলি,
ছয়টি পশু দে য়ে বলি,
কৃপাময় বলে যা বলি শুন্‌লে যাবি ভব পারে ॥

(৪৮)

টোরী ভৈরবী—আড়াঠেকা, মধ্যমান

একি দায় হলো বিদায় দিয়ে প্রাণ উমা ধনে।
গৃহে প্রবেশিতে নারি সদা বারি বহে দুনয়নে ॥
শুন ওগো সহচরী,
বল এখন কি আচরি,
হইগে গৌরীর সহচরী
জীবন বিসর্জ্জন দিয়ে জীবনে ॥
কৃপাময় বলে রাণি,
জগতের গতি এমনি,
কন্যার জনক জননী,
সদা দহে মনাগুনে ॥

(৪৯)

লুং ঝিঁঝিট—একতালা

রঙ্গিলা লে হো ম্যায় পেয়ারে সেঁইয়া।
হামকো নিঘাতি ঘাতি,
কোন গলিমে সারারাতি,
গোঁয়াই নন্দলালা হো॥

(৫০)

লুং ঝিঁঝিট—একতালা

প্রাণ সই কারে কই মরম বেদনা।
দিবস যামিনী কাঁদি বসি একাকিনী,
কালার পীরিতে হলো একি যাতনা॥

(৫১)

মূলতান—কাওয়ালী

আমি কি হেরিলাম সই কাল বরণে,
কাল বরণে সই কাল বারণে।
সে ত ঘন নয় নবঘন বরণে॥

দেখি নাই এমন ধারা, জলদে নাই জলধারা,
যে হেরে তার বহে ধারা নয়নে ;
আবার শিরে শিখি বিজরী তার জঘনে ॥
কৃপাময় কয় এ যে ধাঁধা, দেখেছ নাই হরি বাঁধা,
তব প্রেমে কে না জানে ভুবনে ;
তবে কেন এত ভুলাও মায়া ছলনে ॥

(৫২)

গড় খেমটা

সজ্জা করে যাচ্ছ বুঝি লজ্জার মাথা খেয়ে লো ।
তিন বাঁকা কালকূটে ছোড়ার ফুল দিতে পায় লো ॥
(সে যে) কুলনাশা গোকুলে বাসা
মরে না অলপপেয়ে লো ।
আচ্ছা মজা দেখাব আজ দাদাকে বলে দিয়ে লো ॥

(৫৩)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি

তুঁহারি চরণ হরি নিশিদিন মাগি ।
প্রাণ কাঁদে সদা দরশন লাগি ॥

রসনা বাসনা গায় তব নামাবলী,
শ্রবণ শুনিতে চায় সব গুণ কেলী,
মন সতত ধায় বনে বনমালী,
কৃপাময় হবে নাকি হেন ফলভাগী ॥

(৫৪)

মূলতান—একতালা

একি ভ্রান্তিরে সংসারে।
সং সাজিয়ে রং দেখিছে বসি সহস্রারে ॥
দেখে মন খবরের তারে,
আশ্চর্য্য ভেবেছ তারে,
না দেখে সংসারের খবর যে দিচ্ছে নিচ্ছে তারে ॥
গ্যাসের আলো বড় ভাল,
না দেখ্‌বি মন যত কাল
নিত্য চন্দ্র সূর্য্যের আলো দ্বিদল মাঝারে ॥
জলের চুঙ্গি কলের ভুঙ্গি আছে মূলাধারে,
যে জন করেছে সৃজন এই সকল কল ঘরে,
কৃপাময় বলে না হয় পথ ভুলে
একবার দেখে আয় না তারে ॥

(৫৫)

খাম্বাজ—কাওয়ালী

আমি কি আর করিব মনচোর নন্দসুতে।
যদি চোরকে ধর্‌তে পারি চালান করিব
মণিপুরের থানাতে ॥
হৃদি-কারাগারে চোর চিরবন্দী,
করিতে করেছি ফন্দি,
দেখি কি হয় বিচারে আমার ভক্তি রাধার
আদালতে ॥
কৃপাময় কয় বৃথা আশা,
ধরিলেও চোরের নাই ভরসা,
সে যে চোরের বাসে চোরের বাসা জানে
ফটক ভাঙ্গিতে ॥

(৫৬)

ঝিঁঝিট—একতালা

বৃন্দাবন বনবিহারী কুঞ্জকাননচারী হে।
মনমথ-মনমোহন শ্যামসুন্দর মনহারী হে ॥
সুললিত নট নবনাগর, ধীর দয়িত রসসাগর,
মুরলীবদন স্ফুরলীশালী ধরণীধরধারী হে ॥

নবঘন ঘন চিকণ বরণ, দমিত নূপুর শোভিত চরণ,
কুন্দ দশন মন্দ হসন ভক্তজননিস্তারী হে ॥
গোকুল কুল গোপনারী মন-মনসিজ দীপনকারী,
ভঙ্গিম দিঠি শর প্রহারী কৃপাময় মদবারী হে ॥

(৫৭)

বিভাস—একতালা

যে প্রেমের দায়ে, ধর্‌লেন নারীর পায়ে,
গোলোকের নাথ গোকুলে এসে।
খেলেন গোপোচ্ছিষ্ট, বলে অতি মিষ্ট
জগদিষ্ট কৃষ্ণ অমিয় ভাষে ॥
সে প্রেম কোথা পাব, প্রেম কি গাছের ফল,
হেন প্রেম হয় কি মানবে সফল,
সেই প্রেম সিন্ধু কল্লোলের এক বিন্দু
পাই যদি যাই আনন্দে ভেসে ॥

(৫৮)

(বল) মা বিনা আর কে আছে আমার
সংসার ভিতরে।
মা নাই যার ভবে (তার) কি সুখ বৈভবে,
ক্ষুধায় সুধায় কেবা তারে ॥
বিদেশ হতে যখন পুত্র আসে ঘরে,
যে উদরে ধরে তার দৃষ্টি অধরে,
দারা পুত্রগণ তারা দেখে ধন
এনেছে কি অর্জ্জন করে ॥
এই মা আর শ্যামায় এক জ্ঞান যার,
মুক্তি পথের সোপান পদে পদে তার,
কাজ কি বারাণসী মুক্তিপদের দাসী
হাসি হাসি সে এ ভব নিস্তারে ॥
মা মা বলে ডাকি দিবস যামিনী,
এই কর সন্তানে কালান্তকামিনী,
বলো মা ভৈরবে রক্ষে মাভৈঃ রবে
অন্তে কৃপাময়ে শমন করে ॥

(৫৯)

হরির নাটে ভবের হাটে বড়ই ধাক্কা যায় বেজায়।
জনে জনে দিলে ধাক্কা কতই ধাক্কা সহা যায়॥
কেউ বা আসে কেউ বা বসে কেউ বা সদায়
কিনে যায়,
কেউ বা ব্যাপার কর্ত্তে এসে ঘাটে মাঠে
প্রাণ হারায়॥
কেউ বা ঠকে কেউ বা জেনে কেউ বা
সমান রেখে যায়,
সেই ত জেনে যাহার প্রতি হাটের মালিক
হয় সদয়॥
কৃপাময় এসে ব্যাপারে ঠেকেছে বিষম দায়,
তার এমনি কপাল মহাজনের জিনিয শুদ্ধ
নাও ডুবায়॥

(৬০)

হায়রে বড় হবার আশা কি ঝকমারী।
ক্ষুদ্র মশক দংশক দংশে কিছুই তো করিতে নারি॥

উচ্চ হ'তে হাগে কাকে,
গায়ে পড়ে বা পড়ে মুখে,
রোষ নয়নে চেয়ে দেখে
মনদুঃখে জ্বলে মরি ॥
যবন বলে আমি বড়,
ইংরেজ বলে আমি বড়,
হিন্দু বলে আমি সকলের বড ;—
জানে না সে বর্ব্বর,
কেবা কবে কার বড়,
কালে গালে দিয়ে চড় রাজ্যধন লবে কাড়ি ॥
কৃপাময় কয় সকল জীবে,
আশা সবার প্রভু হবে,
কেউ প্রভু নয় এই ভবে কেবল অহঙ্কার—
একমাত্র প্রভু আছে,
কেউ তার যেতে নারে কাছে,
বাঙ্মন অগোচর তিনি নিত্যানন্দময় হরি ॥

(৬১)

আলিয়া—একতালা

(হরি তব) অনন্ত মহিমা।
ব্রহ্মাদি অনন্ত, না পায় তব অন্ত
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমারি প্রতিমা॥
জানি না কে তুমি কোথায় বসতি,
কেউ বলে পুরুষ কেউ বলে প্রকৃতি,
কেউ বলে তোমার নাই কোন আকৃতি,
কেবল তোমারি বিকৃতি জ্যোতি মাত্র সীমা॥
কেউ বলে তোমার আছে একটি রূপ,
ওহে বিশ্বরূপ অব্যক্ত সেরূপ,
যে ভাবে যে ভাবে সেই তব রূপ,
কেউ বলে উজ্জ্বল রসের স্বরূপ ;
কৃপাময় বলে ভ্রমজালে পড়ি,
বল না কি করি কোন্ পথে বিচরি,
আমার মন যে ভালবাসে ব্রজের বংশীধারী
বামভাগে কিশোরী ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা॥

(৬২)

পদাবলী

নবীন হেম গৌরীবরণা এক যুবতী নারী।
পূর্ণানন্দবতী সতা আনন্দ লহরী ॥
যার ইন্দীবর নিন্দি মুখ বচন অমিয় মাধুরী,
খঞ্জন গঞ্জন আখি অঞ্জনে কি শোভা মরি ॥
অরুণ উরুণী গায় নীল শাড়ী উড়ে তায়,
হাসি মুখে বাঁশী সহ প্রাণ মম নিল কাড়ি ॥
মদন শরাঘাতে এ তনু জর জর ভেল,
তুঁহি মরম নীরে রে সখা ডারি ॥

(৬৩)

জিনি ইন্দিবর চারু অঙ্গ ছটা।
যেন নীপমূলে নব মেঘ ঘটা ॥
বক পাঁতি উড়ে তাহে কিবা শোভা।
তনু ইন্দ্রধনুযুগ মনলোভা ॥
হেরি পুচ্ছ ছাড়ি শিখি নৃত্য করে।
কৃপাময় প্রাণ কাঁদে ধাঁদ হেরে ॥

(৬৪)

রাধা বদন কমলে হেরি কমলে কমল মুদিল।
লাজে শশি পড়িয়ে খসি চরণে শরণ লইল ॥
মধুর মুরতি যুবতী বেশ,
মণিযুত ফণি দুলিছে কেশ,
মধুর হাসিতে হৃষীকেশ সরস মানসে মাতিল ॥
কৃপাময় কয় চকোর চোর,
সেরূপ নেহারি হইয়ে ভোর,
সুধা ভরমে শ্রীরাধা অধর পিব পিব আশে ধাইল ॥

(৬৫)

সাহানা—ঝাঁপতাল

শব হৃদি সরোবরে ফুটেছে রক্ত কমল।
আ মরি কি শোভা হেরি তাহে বিরাজিত পঞ্চদল ॥
ওরে মন মধুকর,
সুখে পান মধুকর,
(ডরে) পালাবে যমকিঙ্কর
তোরে হেরে মাতোয়াল ॥

কৃপাময় পাবে কিবা পুণ্যে,
যোগীকুল যে ফুলের জন্যে,
সদা ভ্রমে অরণ্যেহরণ্যে,
(যে ফুলের জন্য) সদাশিব হলো পাগল ॥

(৬৬)

সইলো কত সইলো
একে শৈলবালার দুঃখে জরা।
আবার শৈল হৃদে ফুটে
শুনে শৈলরাজের কথার ধারা ॥
উমায় রেখে শূন্যবাসে, জামাই গঙ্গার সহবাসে,
সদা থাকে শ্মশানবাসে
ও সে ভালবাসে ভাং ধুতুরা ॥
আনিতে প্রাণ উমারে, বলিলে বলে আমারে,
মারিস্ না আর দগ্ধ করে
পারিস্ যদি আন্‌গে তোরা ॥

(৬৭)

বিভাস—একতালা

ছিলাম অচেতন, চেতনে এখন
শুন্‌লাম নাকি আমার মা এখানে।
(ওমা) স্বপ্নে দেখা পাই, জাগিলে হারাই
কত দুঃখ পাই তাই মনে মনে॥
বৃন্দাবনে ছিলি রাখাল সঙ্গিনী,
কৈলাসে ছিলি মা শ্মশানরঙ্গিনী,
এখন ফিরেছে অদৃষ্ট গেছে সে সব কষ্ট,
(তাই) কালী আসি হাসি ধরে না বদনে॥
ভাল আছ উমে ভাল ভাল ভাল,
রাজরাজেশ্বরী কবে হ'লে বল,
(শুন্‌লাম) দিগম্বর নাকি হেথায় রাজরাজেশ্বর হ'ল,
কৃপাময় কয় তাই কি ভুলেছ এ দীনে॥

(৬৮)

যাওরে লক্ষ্মণ দেবর আমার।
অযোধ্যায় গিয়ে বল সমাচার,
রঘুকুলপতির কেমন অবিচার,
বিনা দোষে ত্যজেন সীতা কণ্ঠহার॥

যে রামের বাহু উপাধান করি,
নিঃশঙ্কে পর্য্যঙ্কে যাপিত শর্ব্বরী,
সেই রামগৃহিণী অরণ্যচারিণী,
ধূলারি শয্যা করেছেন সার ॥
লোকেতে যে বলে রামরাজ্যে বাস,
সেই রামভার্য্যার হ'ল বনবাস,
জনম দুঃখিতা জনকদুহিতার
কিবা ভাগ্যে আছে আর ;
জিজ্ঞাসিবেন যখন রাম চিন্তামণি,
কোথা রেখে এলে জনক-নন্দিনী,
এই কথা তখন বলরে লক্ষ্মণ,
যমেরি সদন নিকটে তাঁহার ॥

(৬৯)

কীর্ত্তন—একতালা

মোদের রাধাশ্যাম একাসনে সেজেছে ভাল।
ঐ দেখ সেজেছে ভালরে রূপে করেছে আলো ॥

কাঁচা সোণা রাই ধনী,
শ্যাম মরকত মণি,
কত শত মণির সাজনি ;
ঐ দেখ দোঁহ অঙ্গ দোঁহ ভাতি অতি উজ্জ্বল ॥
গলে বনফুলের মালা,
বামে চুড়াটি হেলা,
ত্রিলোক ভোলে ছার কুলবালা ;
ঐ দেখ চম্পকবরণী রাধা শ্যাম চিকণ কাল ॥

(৭০)

কীর্ত্তন—তেওট

চিন্তা কি আর তোমার গোপাল
বলে ওমা যশোদে ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ (মা তোর)
ঐ গোপালের পদে ॥
মানব নয় মা তোর ঐ কেশব,
কেশবের কাজ সব অসম্ভব,
বলি মা সে সব ;
তরি তোরি গোপালের গুণে পড়িলে
বিষম বিপদে ॥

একদিন মোরা জলপানে,
গিয়ে কালীয় জীবনে,
হারাই জীবনে ;
মা তোর জীবন কানাইয়ের গুণে জীবন
পাই কালীয় হ্রদে ॥
আর একদিন দেখেছি বনে,
অতসী কুসুমবরণে,
দশভুজা মেয়ে ;
ক্ষীর সর তোর গোপালের মুখে দিয়ে
প্রণমিল পদে ॥

(৭১)

কীর্ত্তন—তেওট

দীননাথ দীনবন্ধু হরি দীনে দয়া কর দয়াময়।
এই ভজনবিহীন জনে
(হরি হে) তোমা বিনে কেবা তরায় ॥
জানি দীনে দয়া তব,
দীনভাবে ভাবেন ভব,
ত্যজিয়ে নিজ বৈভব (তোমার) চরণে শরণ লয় ॥

রবিসুত দূত যবে,
আসিয়ে কেশে ধরিবে,
বাঁকা হয়ে এ হৃদয়ে, (হরি হে) দেখা
দিও সেই সময়॥

(৭২)

কীর্ত্তন—একতালা

একবার হরি বল হরি বল হরিভক্তগণ।
আয়রে প্রেমে মাতি দিবারাতি করি হরির
সংকীর্ত্তন॥

হরি ডেকে প্রেম চায়, হরিভক্ত সঙ্গে ভাই,
প্রেমে হাসি প্রেমে কাঁদি, প্রেমে নাচি গাই,
আয়রে প্রেমে মাজি, প্রেমে সাজি পরি হরির
নাম ভূষণ॥

জীব তরাবার তরে, কলির জীব অবতারে,
তারক ব্রহ্ম হরিনাম যেচে দেয় যারে তারে,
কভু হয় নাই হবে না ভবে দয়াল আর এমন॥

(৭৩)

কীর্ত্তন

সাঁজের বেলায় কদম্বতলায় হেরিলাম কালশশি।
ত্যজিয়া আকাশ ভূমে পরকাশ কুলবতীকুলনাশি॥
একি বিপরীত উহার পীরিত কমলিনী সতী সঙ্গে,
আঁখি পালটিয়ে কেড়ে লয় হিয়ে কলঙ্ক নাই
তার অঙ্গে॥
চরণে কমল হেরিয়ে কমল কমলে পশিছে লাজে,
দামিনী দমন কটির বসন অধরে মুরলী বাজে॥
কালফণি জিনি ভুজের বলানী কত শত মণি তায়,
সে যে হেরিলে কামিনী হৃদয় অমনি উলটি
দংশিতে চায়॥
সে যে নাসার খরগ্ খগেরি দরপ তিল ফুল
গরব গেছে,
বিধির চাতুরী ওরূপ মাধুরী হেরিয়ে বুঝিনু পাছে॥
শ্রবণযুগলে শোভে চম্পকেরি দাম,
হেরে নারী মূরছিত উপজিয়ে কাম॥
কামেরি কামাক জিনি ভ্রূযুগের ছাঁদ,
তাহে নেত্রশর যুড়ি পাতিয়াছে ফাঁদ॥
কুরঙ্গে রয়েছে যেন সে শর বিঁধিয়া,
কৃপাময় ভণে রূপ মনে ধেয়াইয়া॥

(৭৪)

ভাঙ্গা সুর

চকোরে ভ্রমরে লেগেছে বাদ।
কেউ বলে কমল কেউ বলে চাঁদ॥
ভ্রমর বলে এ যে নীলকমল,
চকোর বলে আছে চাঁদেও কাল॥
ভ্রমর বলে ঐ দেখ আছে পাতা,
চকোর বলে নারী বধের পাঁতা॥
(আমি) দেখে এলাম কালিন্দী তীরে,
তারা কেউ না জিনে কেউ না হারে॥
যে হ'তে শ্যাম চাঁদেরে দেখি,
আমার মানে না বারণ আঁখি
ঝরে নিরন্তর; আবার ভয়ে কাঁপিল
অন্তর গুরুজন শুনে বা পাছে॥

(৭৫)

কীর্ত্তন—একতালা

জয় হরেকৃষ্ণ কেশব মুকুন্দ মুরারে।
জয় মাধব মধুসূদন বলে ডাক মধুর স্বরে॥

নামে অনন্ত অপার, অমৃত পারাবার
প্রেমানন্দে নাম-সাগরে, আয়রে দিই সাঁতার ;
প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে পান করি আয় সুধারে।

(৭৬)

কীর্ত্তন—একতালা

বেলা গেলে পরে বাধ্‌বে গোল
এই বেলা বল্‌রে হরি বল।
ও মন গেলে বেলা ঘট্‌বে জ্বালা,
পথ পাবি না মন পাগল ॥
মনরে লোভের ফাঁদ কেটে,
মায়া মোহ জাল ছেঁটে,
অনুরাগের ভরে আপন জোরে
বাঁধ কোমর এঁটে ;
ও মন চল শান্তি নিকেতনে ছেড়ে
সাধের রংমহল ॥
হ'তে বৈতরণী পার,
ও মন ভয় কি রে তোমার,

দিয়ে চরণ তরী দয়াল হরি,
করিবেন তোমায় পার ;
ও মন ভক্তি পথে লয়ে চল
হরিনাম পথের সম্বল ॥

(৭৭)

কীর্ত্তন

রাধে তোমারি লাগিয়া গোলোক ছাড়িয়া
হইলাম ব্রজবাসী।
অমিয় ত্যজিয়া মাখন খাইয়া
কতই না ভালবাসি ॥
রাধে তোমারি কারণে এ নন্দ ভবনে
শিরেতে ধরিলাম বাধা।
আমি রাধাকুণ্ড তীরে সুধীর সমীরে
বাঁশিতে সাধিলাম রাধা ॥
আমি ভজন না জানি পূজন না জানি,
শ্রীরাধা করেছি সার।
তুমি যদি মম মরম না জান
বল কে জানিবে আর ॥

আমি বনে বনে ফিরি ফিরায়ে বাছুরি
চরণ পাবার আশে।
ও রাঙ্গা চরণ মাগে অনুক্ষণ
দ্বিজ কৃপাময় দাসে ॥

(৭৮)

যাওহে গিরি গিরীশপুরে আন্‌তে গিরিকুমারীরে।
কান্ত হে একান্ত যেন কান্‌তে না হয় দুঃখিনীরে ॥
যাবার বেলা উমা আমার
বলে আমায় দিস্‌নে ছেড়ে,
বল্‌তে বল্‌তে বাছার আমার
ভেসে গেল দুটি আঁখি নীরে ॥
বিনয় করে ব'ল হরে,
ছেড়ে দাও তিন দিনের তরে,
যদি তাহে না হয় রত,
ধর তার করে ;—
জামাতা বালক সমান,
ইথে কিছু নাই অপমান,
কৃপাময় কয় থাকে না মান
দেখ্‌লে মা তোর ঈশানীরে ॥

(৭৯)

কীর্ত্তন—তেওট

বৃথা কাজে দিন (ও দিন) যায় রে
একবার হরি হরি বল।
ও মন হরি বিনে তরিবারে
তরী কোথায় পাবিরে বল॥
ও মন ভেবেছ দিন এম্‌নি যাবে,
বিনে হরি হরি রবে,
ও মন তা হবে না দিন ফুরাবে,
দিনে দিনে হবি দুর্ব্বল॥
আপদের আপদ হরি,
পদ বিপদ নিবারি,
ও মন সে পদ না চিন্তা করি
হারালি পথ সম্বল॥
ও মন বৃথা কাজে দিন গোয়ালি।
কাচের দরে সমাদরে,
চিন্তামণি বিকাইলি।
এবার পেয়েছ দুর্লভ জনম
তার কর্ম্ম কি করিলি।
ও মন কি ভেবে আইলি ভবে
কিবা ভাবে ভুলে রলি॥

(৮০)

সতীত্ব রাখি কেমনে অদৃষ্টে বা কি ঘটে।
গোকুল ছেড়ে যাই চল মা সরযূ নদীর তটে॥
নন্দঘোষের পালক ব্যাটা (বেটা)
ধূর্ত্ত লম্পট বড় ঠ্যাঁটা,
সে ছোঁড়া হদ্দ বোম্বেটে ;
সে যে ছুঁড়ি বুড়ি কিছুই মানে না করে
কাঁচায় পাকায় একচেটে॥

(৮১)

কাফি খাম্বাজ—(যৎ)

তারিণী তার মা তারা ত্বরিতে তরঙ্গে।
তপন তনয় ভয়ে ত্রাসিত আতঙ্কে॥
স্মরণ মনন কত পুঞ্জে পুঞ্জে করি,
অনেক সাধনে এবার পেয়েছিলাম তরি,
সে তরী ধরিতে নারি, ডুবিল এ তরী
এবার তরী তরী করে মরি তরিতে না পারি গো ;
দুর্গানাম তরী ভবার্ণব তরিবারে,
ভাসিতেছে সেই তরী শ্রদ্ধা সরোবরে।

এবার শ্রীগুরু করুণা করি সেই ধন দিলে,
সাধনা করহ তরি পাইবে গোকুলে।
কালীর নাম কালীর নাম কালীর নাম সার,
কালীর নামে নাহিক কালের অধিকার।
কালীর নামে যত গুণ তা জানে ত্রিলোচন,
কালীর নামে বিষপানে পাইল জীবন।
দেহ মধ্যে আছে এক নাভি সরোবর,
ষড়দল পদ্ম আছে তাহার ভিতর।
হংসীরূপে কেলী তাহে কর মা আপনি,
আধার কমলে থাক কুলকুণ্ডলিনী।
মস্তক উপরে আছে মান সরোবর,
সহস্র দল পদ্ম আছে তাহার উপর।
এক পদ্ম বিকসিত আর পদ্ম কোড়া,
অধোমুখী ঊর্দ্ধমুখী পদ্মে পদ্মে জোড়া।
যদি বল ছয় রিপু হইবে পবন,
যাইতে না দিবে তরী করিবে তুফান।
তুফানেতে কি করিবে যার দুর্গানাম তরী,
কি করিতে পারে মৃত্যুঞ্জয় যার কাণ্ডারী।

(৮২)

ঠেস কাওয়ালী

আমি শ্যামা মায়ের ছেলে।
ভয় দেখাস্ কি ওরে শমন
ও ভয়ে না যাইরে গলে ॥
বসে আছি মায়ের কোলে,
মা অভয় কর-কমলে,
মুছায়েছেন পাপ-মলে
আর আমায় নিবি কি ছলে ॥
মায়াচ্ছাদন ঘুচাইয়ে,
মহা মোহ ঘুম ভাঙ্গিয়ে,
মা আদরে কোলে নিয়ে,
পরায়েছেন জ্ঞান কাজলে ॥
মা আমার বিশ্বজননী,
বিমাতা ভীষ্মজননী,
পিতা মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি
মৃত্যু যার পদতলে দলে ॥
শ্যামা মা মোর জগদ্ধাত্রী,
জগৎপাত্রী জগৎকর্ত্রী,
তুমি তাঁরি আজ্ঞাবর্ত্তী
কৃপাময় ঐ বলে বলে ॥

(৮৩)

রামপ্রসাদী সুর

মা তোমায় কে বলে নারী।
তোমার সম্বন্ধ কি বুঝ্‌তে নারি॥
তুমি বাবার বাবা মায়ের মা হও,
ডাকলে একটি কথা না কও,
আবার মা হইয়ে খাবার খাওয়াও
অন্তরে থেকে শঙ্করী॥
বৃন্দাবনে কুঞ্জবনে বাজিয়ে বাঁশী ভুলাও নারী,
নিধুবনে রাজা হ'য়ে আপনি কর কোটালিগিরি॥
তুমি মায়ারূপে জগৎ ভুলাও, ছায়ারূপে সঙ্গে যাও মা,
কৃপাময়ে শান্তি দাও মা শোক মোহ ভ্রান্তি বারি॥

(৮৪)

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

কে রেখেছে মা তোর শিবের নাম আশুতোষ।
জনমে না হলো শিবে আশুতোষ সন্তোষ॥
বাকী কিছু নাই তুষিতে,
বিল্বদল আর অতসীতে,
কত পূজেছি অসিতে ;—
এখন তোমার শিবে তুমি তোষ॥

সর্ব্বত্র প্রচার যার নাম,
সে কেন আমার প্রতি বাম,
এবার আমি সার বুঝিলাম,
(বুঝি) কৃপাময়ের কর্ম্মদোষ।

(৮৫)

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা

কত সুখে নিদ্রা যাও মা জাগ কুলকুণ্ডলিনী।
শুনেছি জাগ্রত গৃহে কভু চুরি না যায় মণি॥
এসে দিনমণি সুতে,
বাঁধিয়ে করম সুতে,
লবে যখন তব সুতে
তখন কি হবে জননী॥
(আছে) অবারিত নবদ্বার,
আর করিতে হবে না দ্বার,
অনায়াসে দুরাচার,
প্রবেশিবে ধনাগার ;—
লুটিবে জীবন ধন,
কৃপাময় হবে নিধন,
তখন কি তোর রাঙ্গা চরণ
দিবি মা দুখানি॥

(৮৬)

সুরট মল্লার—আড় কাওয়ালী

আছে কি ধন করি অর্পণ হরি হে তোমায়।
সচন্দন তুলসীদল, মিশাইয়ে গঙ্গাজল,
সহকরি হৃদ-কমল দিলে দেওয়া যায়॥
তুমি মরকত মণি,
ভূষণ কৌস্তুভ মণি,
বামে চিন্তামণি খনি
রাই ধনি যার শোভা পায়॥
আমার এমন কি আছে বৈভব,
তোমায় দিতে হয় সম্ভব,
(যায়) ভবে ভাবি ব্রহ্মা ভব
অন্ত নাহি পায়॥
গোপাঙ্গনা হরেছে মন,
গোপাঙ্গে নাই হে তব মন,
কৃপাময় তাইতে যে মন
দিতে তোমায় চায়;—
যদি বল মন লওয়া ভার,
এক মন ভার কতই বা ভার,
তুমি ষোল হাজার আট মন ভার
বয়েছ হেলায়॥

(৮৭)

খট্ তেওরা

জয় বিন্ধ্যগিরিবর-শিখরচারিণী
রুচির জলধর রূপধারিণী
সকল সুরকুল কুশলকারিণী
নরক তারিণী হে।
জয় জয় ভবানী ভয়াপহারিণী
দূরিতবারিণী হে॥
জয় মত্ত করীবর তুল্যগামিনী,
সুপট কটিতট কনক দামিনী,
রূপজিত জগদখিলকারিণী
শম্ভুভামিনী হে॥
জয় সর্ব্ব পর্ব্বতরাজকন্যে,
সুরাসুর যেন শরণ্যে,
বিতারি সম্প্রতি পরমারণ্যে
দেবী ধন্যে হে॥
কুন্দ কুটমল বিমলহাসিনী,
বিশ্ব ভাবুক হৃদয়বাসিনী,
দীপ্ত শম্ভু নিশম্ভুশাসিনী,
শত্রুনাশিনী হে॥

(৮৮)

হরিশ্চন্দ্র যাত্রার প্রস্তাবনা

শুন সভাজন রাজন হরিশ্চন্দ্রের বিবরণ।
ধর্ম্ম সভাজন করি শুভজন জনমাঝে
খ্যাত ছিল যে সুজন॥
যেরূপেতে ধর্ম্ম পরীক্ষার ছলে,
ধর্ম্ম বিশ্বামিত্র উভয় কৌশলে,
ধর্ম্মেরি বলে, রাজ্যভ্রষ্ট কৈলে
কত কষ্ট দিলে তথাপি ত্যজিলে না আপন পণ॥
কর্ম্মভূমে জন্ম লভিয়ে যে জন,
অমূল্য ধন ধর্ম্ম না করে অর্জ্জন,
সে অতিশয় দুর্জ্জন ;—
কৃপাময় বলে সে জীব বিহ্বলে অবহেলে
নাশে আপন জীবন॥

(৮৯)

সুরট মল্লার—আড় কাওয়ালী

কৃতান্তদলনী রণে নিতান্ত এলরে।
বামা যুগান্ত সময়ে যেন ঘন ঘোর রে॥

নাহি রে নিস্তার আর ভবনিস্তারিণী,
এলরে সমরে লোলজিহ্বাবিস্তারিণী,
হও রে হও আহবে ক্ষান্ত, নহিলে হবে জীবনান্ত,
শম্ভুর মতন পদপ্রান্ত শম্ভু ধর রে ॥
অতনু নিতম্ব বামার তনু মধ্যদেশ রে,
অতনু বিড়ম্ব তনু করে ঘন দ্বেষ রে,
কিবা কাঁপিছে কুচচূড়াভরে, রজতগিরি থরথরে,
তদুপরে শোভা করে ঝাঁপিছে মুখ শশধরে ॥
কিবা প্রকাশিছে বামা খল খল হাসি,
নাশিছে কটাক্ষে রণে দনুজ খল রাশি,
তাইতে বলি কাজ কি রণে, বামার পদ কিরণে,
কৃপাময় বলে কেমনে হেন তমো আসিল রে ॥

(৯০)

ললিত ভায়রো—বড় ঝাঁপতাল

শঙ্কর করুণা কর শঙ্কর এ কিঙ্করে।
শঙ্কিত বলি দিবাকরজ কিঙ্করে বা কিং করে ॥
ভব ব্যাধি শঙ্কর, হতেছে ভব শংকর,
ত্রাহি কৃপাময় কৃপাময় দীন পামরে ॥

(৯১)

ললিত ভায়রো—আড় কাওয়ালী

মা হয়ে কি এত ছিল তোর মনে।
কখন কি হয় দেমা অভয় ডাকি সঘনে॥
প্রবোধ না মানে মন,
দেখে তব আচরণ,
কেন বা ভাঙ্গিলে হেন বন্ধু সহ প্রণয়ন ;
কাঁদি কৃপাময় বলে,
ডাক্‌ব না আর মা মা বলে,
যদি অকালে কাল কবলে দিলি নীলরতনে॥

(৯২)

ভূপালী—কাওয়ালী

কে কবে এ ভবে আছে মা আমার।
কে কবে দেখেছ এমন মায়ের ব্যবহার॥
বারেক কাঁদিয়ে যদি ডাকে শিশু মা মা ব'লে,
জননী অমনি তারে ধূলো ঝেড়ে তোলে কোলে,
(আমি) ডাকিলে না কয় কথা,
খুঁজিয়া না পাই কোথা,
এ যে মরমের ব্যথা কারে কব আর॥

মা যে মোর পাষাণের মেয়ে,
পাষাণে গঠিত হিয়ে,
শ্মশানরঙ্গিণী শ্যামা শ্মশানবাসীর প্রিয়ে ;
নাই কিছু তার দয়া মায়া,
নাম ধরে মহামায়া,
কৃপাময় সেই মায়াচক্রে ঘোরে অনিবার ॥

(৯৩)

ভঁায়রো—একতালা

দিন গেল একবার হরি হরি বল
মানস অলস বালিশ রে।
হরেকৃষ্ণ রাম বলি অবিরাম
নাশ রসনার আলিস রে ॥
কুপথ ত্যজিয়া সুপথে মজ,
শ্রীহরি চরণ-নলিন ভজ,
যাবেরে হৃদয় মলিন রজ
পাবে হরি-প্রেম লেশ রে ॥
ছাড়রে প্রকৃতি সঙ্গতি দুর্ম্মতি,
মায়ার বিভূতি সব রে ;—
স্বর্গ কি নরক ইহ পরলোক
সম দুঃখ ভোগ বিভব রে ॥

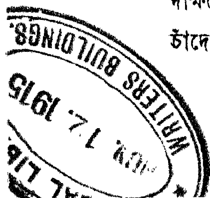
বিনা বিশ্বাধার এ বিশ্ব আঁধার,
সেই সে আলোক আধার রে ;—
তারে ডাকি অনুদিনে কৃপাময় দীনের
জনম মরণ নাশ রে ॥

(৯৪)

সিন্ধুভৈরবী—একতালা

বৃন্দাবনবিলাসিনী"র সুর।

আধ-মিলিত রাধাকৃষ্ণরূপ নয়ন হের একবার।
দক্ষিণে নীলাব্জ বামে সোণার কমল,
তরুণ অরুণ জিনি উভয়েরি দল ॥
(রূপে করে ঝলমল)
দক্ষিণেতে পীতধড়া বামে নীল শাড়ী,
তড়িত জড়িত ঘন মদ নিল কাড়ি ॥
(নয়ন হের একবার)
দক্ষিণেতে চাঁদ বামে সোণার মেখলা,
চাঁদে আর বিজরি যেন করিতেছে খেলা ॥
(নয়ন হের একবার)



দক্ষিণে মুরলী বামে নীলমণি চুড়ি,
দক্ষিণেতে পদচিহ্ন বামে উচ্চ গিরি ॥
(নয়ন হের একবার)
দক্ষিণেতে বনমালা বামে মতির হার,
আপন আপন ভাবে করহ নিহার ॥
(নয়ন হের একবার)
দক্ষিণেতে রাহু বামে শোভে পূর্ণ ইন্দু,
দক্ষিণে তিলক বামে সিন্দুরের বিন্দু ॥
(নয়ন হের একবার)
দক্ষিণে কমলদল বামে মৃগমদ,
দক্ষিণেতে মধু বামে অমৃতেরি হ্রদ ॥
(নয়ন হের একবার)
দক্ষিণে ময়ূরের পাখা বামেতে কিরিটী,
এইরূপে সাধ হবে সাধন পরিপাটী ॥
(নয়ন হের একবার)
কৃপাময় বলে পঞ্চভাবের ভাবে সখা,
চরমে দিও হে আমায় এইরূপে দেখা ॥
(নয়ন হের একবার)

(৯৫)

ভূপালী—কাওয়ালী

আমার অবোধ মন প্রবোধ কেন পালি না।
তোর জন্ম গেল কর্ম্মভোগে
মর্ম্ম কি তা জান্‌লি না ॥
রাধাধর সুধাপান শালিনে বনমালিনে,
আত্ম সমর্পিলি না, ভজিলি না ভজালি না,
তোর দিবা গেল বিষয় ভজে,
রাত্রি গেল নিদ্রায় মজে,
হরি চরণ সরোজে মজিলি না মজালি না ॥
রাখিস্ অনর্থ অর্থের প্রহরী,
অমূল্যার্থ পরিহরি,
তার প্রহরী কেন রে তুই রাখলি না ;—
সামান্য ধন হরে চোরে,
হরের ধন হরে ছয় চোরে,
তাদের দমনে যত্ন করলি না ;—
সদানন্দ যার প্রহরী,
ভক্তি প্রেম সহকারী
কৃপাময় কয় এমন হরি চিন্‌লি না চেনালি না ॥

সমাপ্ত